কোটি কোটি অনাহারী মানুষকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাজেট: ফখরুল

সংসদে পাশ হওয়া ২০২০-২১ সালের বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই বাজেট করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া কোটি কোটি অনাহারী মানুষকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাজেট।

বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বাজেট নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল। এর আগে বুধবার বিএনপির দলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানান।

এই বাজেটে জনগণের নাভিশ্বাস সৃষ্টি হবে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, এবারের বাজেট করোনার সময়ে বীভৎস স্বাস্থ্য সংকটে পড়া মানুষের নাভিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়ার বাজেট। এই বাজেট করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া কোটি কোটি অনাহারী মানুষকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাজেট। এই বাজেট কৃষিকে ধ্বংস করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলার বাজেট। এই বাজেট দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার না করে আরও গভীর মন্দায় ফেলে দেয়ার বাজেট। এই বাজেট দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে ফেলার বাজেট।

মহামারীকালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ ফখরুলের।

তিনি বলেন, এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবন-জীবিকা রক্ষায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে এ দেশের জনগণের মাঝে সীমাহীন হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের কারণে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতাহীন একটি একদলীয় সরকারের আচরণে কাল্পনিক সাফল্যের দিবাস্বপ্ন দেখানোর অপপ্রয়াসই স্বাভাবিক।

‘জনগণের কাছে ন্যূনতম জবাবদিহিহীন, আমলাচালিত, ক্রোনি

ক্যাপিটালিস্ট সরকারের কাছে এমন বাজেটই প্রত্যাশিত’– যোগ করেন ফখরুল।

বিতর্ক এড়াতে তড়িঘড়ি করে এই বাজেট পাস করা হয়েছে বলেও মন্তব্য বিএনপির এই নীতি নির্ধারকের।

মঙ্গলবার বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট জাতীয় সংসদে পাস হয়। পর দিন থেকে এটি কার্যকর করা হয়।

সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর দীর্ঘ আলোচনার ইতিহাস থাকলেও এবার আলোচনা হয়েছে মাত্র দুদিন।

গত ১১ জুন সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে এবার বাজেট অধিবেশন ছিল অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে ভিন্ন।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর পুরো অধিবেশনজুড়ে এর ওপর আলোচনা করে থাকেন সংসদ সদস্যরা। তবে এবার প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা হয়েছে খুব সীমিত আকারে, যা দেশের সংসদীয় ইতিহাসে রেকর্ড।

প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জয়

যেসব দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (আইসিটি) এগিয়ে তারা করোনাকালে বাড়তি সুফল পাচ্ছে। দ্রুত ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে এগিয়ে থাকা দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় গত ১১ বছরে গড়ে ওঠা তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামোই এ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে কাজে লাগছে বলে মনে করছেন তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, জরুরি সেবাসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রূপকল্প

বাস্তবায়নে আইসিটি উপদেষ্টা হিসেবে পাশে পেয়েছেন সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়কে। প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে ফাইভজি চালুর প্রস্তুতিসহ ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিএসই বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. এম কায়কোবাদ জানান, ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়, সেটা আজ বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের আরো দ্রুত এগোতে হবে। গ্রাম ও শহরের ডিজিটাল বৈষম্য আরো কমিয়ে আনতে হবে।

গত চার বছরে ডিজিটাল অর্থনীতিতে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করে হুয়াওয়ের ‘গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স ২০১৯’-এর ‘টপ মুভার’ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক জানান, প্রধানমন্ত্রী যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন দিয়েছেন সেখানে সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল। এর সমস্ত রোডম্যাপ, পলিসি, অবকাঠামোয় আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং জয় ভাইয়ের বিচক্ষণতায় আমরা আজকে দেশে ডিজিটাল স্মার্টফোন ও ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন করছি, যা আগে প্রয়ে পুরোটাই আমদানি করতে হতো। উনার আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল ৯৯৯ জরুরি সেবা, যার সুফল পাচ্ছে কোটি মানুষ।
এদিকে করোনাকালের ১০০ দিনে দেশে ইন্টারনেট ও ই-কমার্সের ব্যবহার ৫০ শতাংশ বেড়েছে বলে জানান জুনাইদ আহেমদ পলক। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়ার পর প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য সরবরাহ, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ও ঘরে বসেই বিনোদন—এসব বিষয় কিভাবে চলমান রাখা যায় সে বিষয়ে আমরা কার্যক্রম শুরু করি। সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী কিন্তু ঘরে বসেই শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে জরুরি খাদ্য সরবরাহ, এমনকি ঘরে বসে বিনোদন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে। আমরা করোনাবিষয়ক তথ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত করি হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে। এ ছাড়া করোনা বিডি অ্যাপ এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ, ‘ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল, বিডি’ অ্যাপ সেলফ টেস্টিং টুল, প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার, ডিজিটাল ক্লাসরুম, ফুড ফর নেশন, এডুকেশন

ফর নেশনসহ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম চালু করি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ ঘোষণার পর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা এবং আমাদের আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয়ের যোগ্য নির্দেশনায় আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষপণ করেছি, দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আগামী বছর ফাইভজি চালুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সফটওয়্যার রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বেসিস) সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, রোবটিকসের মতো প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আওয়ামী লীগ নেতার জীবন নিয়ে খেললো পার্কভিউ হাসপাতাল, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু

সাতদিন ধরে হার্টের চিকিৎসা নিয়ে সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন রোগী। রাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সকালে আবার নিয়ে আসা হয় একই হাসপাতালে। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ তারা রোগীকে ভর্তি নেয়নি। এক পর্যায়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি হার্টের রোগী ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও তারা এই রোগীকে ভর্তি নেয়নি প্রথমে। পরবর্তীতে এক সাবেক ছাত্রনেতার হস্তক্ষেপে রোগী ভর্তি নেয় কর্তৃপক্ষ।

বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হোসেন। তিনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
মোহাম্মদ হোসেনের ভাতিজা ইসহাক ইমন বলেন, ‘বুধবার সন্ধ্যায় আমার চাচাকে পার্কভিউ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাই। রাতে ওনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে আজ সকাল ৭ টার দিকে আবার পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু এবার তারা রোগী ভর্তি নেয়নি। দুই ঘণ্টা ধরে তারা রোগীকে দেখতেও আসেনি। এক পর্যায়ে ডাক্তার আশরাফ এসে বলে উনি করোনা সাসপেক্টেড। আইসিইউ লাগবে। এরপর বলে একবার ৪ তলায় যান, আবার বলে ৮ তলায় যান। এভাবে করতে করতে রোগী মারাই গেল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগেও তারা আমার চাচাকে ভর্তি নেয়নি। পরে নুরুল আজিম রনি ভাইয়ের হস্তক্ষেপে তারা ভর্তি নেয়।’

এ বিষয়ে মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, ‘১৫ জুন বুকের ব্যথা নিয়ে এই রোগী উক্ত হাসপাতালে আসলে সিট না দেওয়ার অভিযোগ এনে রোগীর স্বজন আমাকে ফোন করেছিল। সেদিন আমি হাসপাতালের দায়িত্বরতদের সাথে ফোনে কথা বলে একপ্রকার জোর করে রোগীর সিট ম্যানেজ করে দিয়েছিলাম। এরপর এই রোগী সুস্থ হলে ২০ জুন বাড়ি চলে যায়। পরবর্তীতে ২৬ জুন পুনরায় অসুস্থ হলে এই রোগীকে আবারো পার্ক ভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় রোগীকে রিলিজ করলে আত্মীয়রা বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোরে পুনরায় এই রোগী বুকের ব্যথা অনুভব করলে পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুই ঘণ্টা উক্ত রোগীকে ইমার্জেন্সিতে রাখলেও হার্টের কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। উল্টো বুধবার সন্ধ্যায় রিলিজ হওয়া এই হার্টের রোগীকে করোনা উপসর্গের রোগী বলে হাসপাতালের দায়িত্বরতরা চিকিৎসাদানে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে বুকের ব্যথায় কাতর এই রোগী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।’

এ বিষয়ে জানতে সিএমপির উপ কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক বলেন, ‘আমরা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। স্বজনরা অভিযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা নিব।’

পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. রেজাউল করিমকে মুঠোফোনে কল দিয়েও পাওয়া যায়নি।

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন

বাজেট পাস নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবেন বিএনপির এমপিরা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য জাতীয় সংসদে যে বাজেট পাস হয়েছে তা নিয়ে আজ আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাবেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা।

বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

শায়রুল বলেন, বুধবার বেলা ১১ টার পর জাতীয় সংসদের সামনে বিএনপির এমপিরা বাজেট পাসের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া গণমাধ্যমে জানাবেন।

৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয় ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থপ্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য আনীত বিলটি (নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০২০) পাসের প্রস্তাব করলে কণ্ঠভোটে তা পাস হয়। এরপর সংসদে উপস্থিত সবাই টেবিল চাপড়ে অর্থমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

আজ থেকে নতুন অর্থবছর শুরু। নতুন বাজেটের আকার পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। মোট আয় তিন লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। ঘাটতি এক লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। জিডিপি আকার ৩১ লাখ ৭১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। সুত্র-যুগান্তর

ঢাবিতে রান্না করা খাবার

বিতরণের শততম দিন পূরণ করলেন সৈকত, প্রশংসায় কাদের

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভাসমান-অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ডাকসুর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) সদস্য তানভীর হাসান সৈকত। নিজেরা রান্না করে ক্ষুধার্তদের কাছে খাবার নিয়ে যাচ্ছেন সৈকত ও তার বন্ধুরা। গত তিন মাস ধরে এই কার্যক্রম চালিয়ে মানবতার অনন্য নজির গড়েন এ তরুণ।

সৈকতের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হচ্ছে সব মহলে। বিষয়টি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরেরও নজরে এসেছে। তিনি সৈকতকে অনুসরণ করতে ছাত্রলীগ নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

সৈকতের খাবার বিতরণের শততম দিন পূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হন ছাত্রলীগের একসময়কার সভাপতি ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, তানভীর হাসান সৈকত ও তার সতীর্থরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অসহায় মানুষের প্রতি দায়িত্বশীলতার অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। গত ১০০ দিন ভাসমান অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করেছেন এই তরুণরা, দিয়েছেন চিকিৎসাসেবাও।

সৈকত ও তার বন্ধুরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর প্রতি সম্মান রেখে টিএসসিতে রান্না করে খাবার বিতরণের মাধ্যমে যেভাবে সহায়তা করে আসছেন, তা সারা দেশে ছাত্রলীগকর্মীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

‘এমন উদ্যোগে সেতুমন্ত্রী নিজেও সহায়তা দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১০০ দিন শেষ হওয়ার পরও আপনারা নতুন কর্মসূচি নেবেন। আমি নিজেও আপনাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।’

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবে গত ১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ হলে শিক্ষার্থীরা যার যার বাড়ি চলে যান। কিন্তু সৈকত ক্যাম্পাসের ছিন্নমূল ও ভাসমান মানুষের রুটি-রুজির কথা চিন্তা করে টিএসসিতেই থেকে যান। প্রথমে নিজ উদ্যোগে ২৪ মার্চ থেকে নিজের জমানো ১৩ হাজার টাকা দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান

তিনি।

এই উদ্যোগের বিষয়টি ফেসবুকে জেনে পরে তার কয়েকজন বন্ধুও পাশে দাঁড়ান।

শুধু তাই নয়, সৈকত মহামারীর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অন্তত ১২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

সরকার সাধারণ ছুটি আর না বাড়ানোয় এবং বিধিনিষেধ তুলে নেয়ায় টিএসসিতে রান্না করা খাবার বিতরণের শততম দিন মঙ্গলবার পূর্ণ করে এ কর্মসূচির ইতি টানেন সৈকত।

খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি সমাপ্ত করলেও অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান ও সুরক্ষায় কাজ করতে চান তিনি।

এ বিষয়ে সৈকত বলেন, সাধারণ ছুটি তুলে নেয়ার কারণে টিএসসিতে নিয়মিত খাদ্যসেবা গ্রহণ করা খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কাজ করার সুযোগ ফিরে এসেছে। তাই তাদের কর্মসংস্থানমুখী করতে আমার এই কর্মসূচি সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং পরবর্তী সময় আমি তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে চাই।

সৈকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। তিনি ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে গত ডাকসু নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন।

সুত্র-যুগান্তর

পাপিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলায় চার্জশিট দাখিল

যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে সুমন চৌধুরীর বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানার অস্ত্র মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

সোমবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যাব-১-এর এসআই মো. আরিফুজ্জামান ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ চার্জশিট দাখিল করেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ, তথ্য ও প্রসিকিউশন বিভাগের উপকমিশনার জাফর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এদিকে শেরেবাংলা নগর থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক আসাদুজ্জামান জানান, চার্জশিটে ১২ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে।
পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতার জন্য চার্জশিটটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনুর রহমানের আমলি আদালতে পাঠানো হবে। এরপর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে মামলাটি ঢাকার ১ নম্বর বিশেষ জজ আদালতে বিচারের জন্য বদলি হবে।

তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম কখন হবে, তা নিশ্চিত নয়। তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনা উচিত।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টাকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পাপিয়া তার স্বামী ও দুই সহযোগীকে আটক করে র্যাব-১-এর একটি দল।
এ সময় তাদের কাছ থেকে সাতটি পাসপোর্ট, দুই লাখ ১২ হাজার ২৭০ টাকা, ২৫ হাজার ৬০০ টাকার জাল নোট, ১১ হাজার ৪৮১ ডলার, শ্রীলংকা ও ভারতের কিছু মুদ্রা এবং দুটি ডেবিট কার্ড জব্দ করে।

এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাপিয়া ইন্দিরা রোডের বাসায় অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ২০টি গুলি, পাঁচ বোতল বিদেশি মদ, ৫৮ লাখ ৪১ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড উদ্ধার করে।

সুত্র-যুগান্তর

পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে বিএনপির সমর্থন

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিকদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি।

সোমবার এক বিবৃতিতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে বলেন, শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রুজিতে আঘাত ও শিল্পবিরোধী এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিক-কর্মচারীরা রাস্তায় নেমেছেন। তাদের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি।

দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে থাকা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকলগুলোর ২৫ হাজার শ্রমিককে ‘গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের’ মাধ্যমে বিদায়ের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

করোনা মহামারীকালে চাকরি হারিয়ে খুলনার পাটকল শ্রমিকরা ইতিমধ্যে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

সরকারি সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে ফখরুল বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে ২৬টি পাটকলের শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের লাখ লাখ নারী-পুরুষ ও শিশুকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া অমানবিক এবং অন্যায়।

তিনি বলেন, আমরা যখন শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাই না করে সব শিল্প রক্ষার জন্য সরকারি সহায়তা ও সহজশর্তে ঋণ দেয়ার দাবি জানাচ্ছি এবং সিপিডিসহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন আইন করে এ দুঃসময়ে শ্রমিক ছাঁটাই কিংবা কারখানা বন্ধ না করার দাবি জানাচ্ছে, তখন সরকারের এমন গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নাগরিকদের প্রতি দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব। সূত্র-যুগান্তর

মনে হচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড: নৌ প্রতিমন্ত্রী

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবির ঘটনাকে আপাত দৃষ্টিতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে হয়েছে নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর।

সদরঘাটের পল্টুনগুলোতে বিআইডব্লিটিউএ নৌপুলিশের সিসি ক্যামেরায় রেকর্ড হওয়া দুঘর্টনার দৃশ্যটি দেখে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।

সোমবার সকালে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সিসিটিভির ফুটেজ দেখে মনে হচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এটা যদি পরিকল্পিত হয় এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোনো ছাড় দেয়া হবে না। ইতিমধ্যে চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।আমরা সঠিক ঘটনা অনুসন্ধান করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে মন্ত্রণালয় থেকে একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, ঘটনা দেখলে মনে হয় এটা পরিকল্পিত। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আরও বলেন, আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। বিআইডব্লিউটিএ নিহতদের পরিবারগুলোর পাশে রয়েছে। প্রতিটি পরিবারে তাৎক্ষণিকভাবে দাফনের জন্য ১০ হাজার করে দেয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে প্রতি পরিবারে দেড়লাখ টাকা করে সহায়তা দেয়া হবে।

সোমবার সকালে সদরঘাটের শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চ।

নৌপুলিশের সিসি ক্যামেরায় রেকর্ড হওয়া দুঘর্টনার দৃশ্যতে দেখা যায়, সকাল ৯টা ১২মিনিটে ফরাশগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন কুমিল্লা ডক এরিয়ায় ঘাট থেকে পেছন দিকে (ব্যাকে) যাচ্ছিল ময়ূর-২। এ সময় পেছনে থাকা মুন্সিগঞ্জ কাঠপট্টি থেকে আসা যাত্রীবোঝাই ‘মর্নিং বার্ড’ এর ওপর উঠে যায় দৈত্যাকার ময়ূর-২। মুহূর্তেই তলিয়ে যায় লঞ্চটি।

এ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৬ জনের লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে।

তবে ৩২ জনের লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে আটজন নারী, তিনজন শিশু এবং ১৯ জন পুরুষ রয়েছেন। সূত্র-যুগান্তর

বাজেট বাস্তবায়নে অতীতে ব্যর্থ হইনি, ভবিষ্যতেও হবো না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন আগামীতে দেশের সামনে যে সংকটই আসুক না কেন আওয়ামী লীগ সরকার তা শক্তভাবে মোকাবিলা করবে। আজ সোমবার জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর ভাষণ দেওয়ার সময় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এ সময় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

এসময় করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশে কোনো সংকট হতে দেবে না। আমরা বাজেট বাস্তবায়নে অতীতে ব্যর্থ হইনি, ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবো না। আমরা কখনও হতাশায় ভুগি না। যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব মানদণ্ডে আমাদের শক্তিশালী অবকাঠামো আছে। চলতি জুন মাসেও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। তাই যত বাঁধাই আসুক, তা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাচ্ছে।’
প্রস্তাবিত বাজেটকে উচ্চাভিলাষী অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু আমরা না, সারা পৃথিবীতেই এই অবস্থা। এ পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের বাজেট দিতে হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আশা করি ২০২১ সালে বিশ্ব ধীরে ধীরে করোনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসবে। আমরা আশাবাদী যে, উত্তরণ ঘটবে। এ কারণেই উচ্চাভিলাষী বাজেট দিয়েছি।

বক্তব্যকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এ সরকারের বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা করোনা মোকাবিলা করছি, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলা করেছি। আগামীতে বন্যা আসবে, সেটাও মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য প্রস্তুত আছি। আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়।

করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এতে মৃত্যুহার কম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়, গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা এটা চাই না। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায়। মানুষও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। করোনায় আমাদের মৃত্যুর হার ১.২৬ শতাংশ, যেখানে ভারতে তা ৩.০০ ও পাকিস্তানে ২.০৮ শতাংশ। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমরা মৃত্যুর হার নিম্ন রাখতে সক্ষম হয়েছি।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা পরিস্থিতেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর তেমন ক্ষতি হয়নি, যা প্রকৃতিক দুর্যোগে হয়। আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে হয়তো করোনার প্রতিষেধক চলে আসবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আমরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১ লাখ ৩ হাজার ১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক

মন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যু

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

সোমবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন তিনি মারা যান। লায়লা আরজুমান্দ বানু ২ মেয়ে, এক ছেলে রেখে গেছেন। মন্ত্রীর ছেলে এ টি এম মাজহারুল হক তুষার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ বাদ জোহর গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় কবরস্থানসংলগ্ন মাঠে মরহুমার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জুন মন্ত্রী ও মন্ত্রীর স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু সিএমএইচে ভর্তি হন। মোজাম্মেল সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেলেও লায়লা আরজুমান্দ বানুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে সিএমএইচে রাখা হয়। অবশেষে তিনি করোনার কাছে হেরে না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি লায়লা আরজুমান্দ বানু গাজীপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শেখ মোবারক জান ও মাতার নাম লাল বানু। ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল আ ক ম মোজাম্মেল হকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সুত্র-যুগান্তর